প্রতিদিন কতো খবর আসে কাগজের পাতা ভরে....

দূরে-বহুদূরে হৃদয়ের মাঝে...

সদেরা সুজন

‘চোখের আলোয় দেখেছিলাম চোখের বাহিরে.....’

বাইরে তখন মাইনাস ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের শৈত্য তান্ডব। বেন্টিলেটারবিহীন দরোজা জানালা বন্ধ করে এই শীতলতা প্রবাহের দেশে ঘরের ভিতর ‘সাগর’ একা একা বসে নিত্যদিনের মতো ইন্টারনেটে বাংলাদেশের পত্রিকাগুলো পড়ছে আর দেশের কথা ভাবছে, ভাবছে প্রিয়তমা নদীর কথা, ফেলে আসা দিনগুলোর কথা। মাঝেমধ্যে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে মনে মনে ভাবছে সাগর, কী অপুর্ব এ দেশ, কি অদ্ভুত সুন্দরভাবে শব্দহীন পুস্স্ন বৃষ্টির মতো ঝড়ে যাচ্ছে বিরতীহীন তুষারপাত। মনে হয় যেন তাবৎ শহরটা সাদা শুভ্র আবরণে ঢেকে ফেলেছে। দেশে থাকাবস্থায়ও সাগর টিনের চালে বিরতীহীন বৃষ্টির রুমঝুম শব্দে রুমাঞ্চিত হতো। স্বজনহীন এই পরবাসে ভুলতে পারেনি ফেলে আসা দিনগুলোর কথা। আজকের এই বিরতীহীন শব্দহীন তুষারপাতে অপলক দৃশ্যে চেয়ে ভাবছে দেশের কথা, নদীর কথা আর ঘরের ভিতরে ভেসে চলছে তখন রেজাওয়ানা চৌধুরীর বন্যার কণ্ঠে ‘চোখের আলোয় দেখেছিলাম চোখের বাহিরে’ যা ছিলো সাগরের কাছে তখন রেজাওয়ানা চৌধুরী বন্য তাঁর সুরের বন্যায় সাগরকে ভাসিয়ে দিয়েছিলো দুরে, বহুদুরে হৃদয়ের মাঝে কোনো অজানার পথে। ঠিক তখনই টেলিফোনের রিং বাজতেই বুঝলো এটা লং ডিস্টেন্স। ফোনটা যে সহস্র মাইল দুর থেকে এসেছে হৃদয়ের টানে তা অনুমান করতে ভুল হয়নি। টেলিফোনের ঐ প্রান্ত থেকে হ্যালো শব্দটি শুনতেই সাগর জিজ্ঞেস করলো কেমন আছো নদী। তোমার ফোনের জন্যই তো বসে আছি। সপ্তাহে এই একটা দিন শুধু তোমার-আমার। তোমার কথা শুনবো, হাসবো, কথা বলবো, আবেগে আল্লাদে সহস্র মাইলের ব্যবধান হলেও অনুভব করে যাবো। দুর থেকে ভালোবেসে যাবো--। নদী রাগতস্বরে বললো রাখোতো তোমার ছেলেমানুষি । সাগর বললো রাগ করোনা প্রিয়া, তোমার মুখের কথা শুনবো বলে বিনিদ্র রজনী কাটাই, ঠিক আছে এখন বলতো দেশের খবর কি? নদী বললো দেশের আবার খবর কী। সময় যেমনিভাবে তার নিজস্ব গতিতে চলে দেশটা ঠিক একই ভাবে চলছে। দেশের প্রধান মন্ত্রী বিরোধী দলকে হুমকি-ধামকি দিচ্ছেন। আর বিরোধী দল শত-সহস্র ইস্যু থাকা স্বত্তেও আন্দোলন গড়ে তুলতে পারছেনা প্রগতির অন্তকোন্দলে। খুন সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি টেন্ডারবাজি, ঘাত-প্রতিঘাত, ক্রসফায়ারের মতো বিশ্বের সবচেয়ে জঘন্যতম হত্যাকন্ড হচ্ছে বাংলাদেশে আর একই গল্প সাজাচ্ছে প্রতিদিন খালেদা নিজামী সরকারের বাসরঘরের ক্যাডাররা, সবচেয়ে বড় ঘটনা যেটা সেটা হলো এদেশে পাকিস্তানের রেখে যাওয়া শয়তানরা আবার মাথায় লালসালু বেঁধে লেগেছে দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে, সারা দেশ বোমা আর গ্রেনেড হামলা চালাচ্ছে। নদী বললো সাগরকে, এই সেই তোমার প্রিয় দেশ, যে দেশের জন্য তুমি কাঁদো, সেখানে এখন মানুষের স্বাভাবিক মৃত্যুর গেরান্টি নেই, মানুষ শুধু মরছেই, শ'য়ে শ'য়ে হাজারে হাজারে। ২০০১ সালের নির্বাচনের পর মনে হয় যেন মৃত্যুর গহীন গহ্বরে নিমজ্জিত কোটি কোটি মানুষ। কতো বিচিত্র রকমের মৃত্যু। মৃত্যুর কারবালা যেন শুধু দীর্ঘায়িত হচ্ছে। একের পর এক অস্বাভাবিক অকল্পনিয় অচিন্তনিয় মৃত্যুতে যখন সারা জাতি ক্ষুব্ধ-হতভম্ব-স্তম্ভিত-বিস্মিত-আতঙ্কিত-বাকরুদ্ধ-মর্মাহত-শোকাহত আর তখন বাংলাদেশের প্রধান মন্ত্রী, মন্ত্রী আর চার দলের কিছু স্বাধীনতা বিরোধী ঘাতক হায়েনা খচ্ছরদের মিথ্যাচার শুনলে অবাক হতে হয়, ভাবতে কষ্ট হয় মানুষ ক্ষমতা আর অর্থ-বিত্তের জন্য সকাল-সন্ধ্যা, রাত-দুপুর, শয়নে-স্বপনে জঘন্য মিথ্যচার করেন। সংসদে বসে, হজ্বে যাবার আগে হজ্ব থেকে ফিরে যেভাবে মিথ্যাচার করেন দেখলে মনে হয় এদের রক্তে-মাংসে মজ্জায় মিথ্যাচার মিশে গেছে। মিথ্যাচার যেন হালাল মাংসের মতো। বাংলাদেশের ইতিহাস বিকৃতি, স্বাধীনতার খল নায়ক হয় নায়ক, দেশদ্রোহিরা হয় দেশ প্রেমিক, খুনিরা হয় মন্ত্রী দেশ প্রেমিক, ৭১-এর নরঘাতক হায়েনারা রাজাকাররা ক্ষমতায় বসে স্বাধীনতা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের লোকদেরে গ্রেনেড-বোমা হামলা করে মেরে ফেলছে অথচো চন্দ্র-সুর্যের মতো সত্যকে মিথ্যা বলে চালিয়ে ক্ষমতার দাপটে খুনিরা একের পর এক রাষ্ট্রীয় মিথ্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ প্রতিবাদের ভাষা নেই, প্রতিবাদীরা হয় প্রকাশ্য রাজপথে রক্তাক্ত।

নদী বললো শুনেছো সম্ভবত বাংলাদেশের জনপ্রিয় লেখক হুমায়ুন আহমদের সম্প্রতি প্রকাশিত উপন্যাস ‘হলুদ হিমু কালো র‍্যাব’ প্রকাশের পরপরই সরকার লেখকের বিরুদ্ধে মামলা নির্যাতন করার চিন্তা করছে এবং বইটির প্রকাশনা বন্ধের চেষ্টা চালাচ্ছে। লেখকের অপরাধ তিনি বিশ্বের সবচেয়ে মানবতা বিরোধী বর্বরতম ঘটনা র‍্যাবের ক্রসফায়ার নিয়ে লিখেছিলেন। বই'র একটি লাইন **‘আমার কৃষ্ণ র‍্যাব, আমি তোমায় ভালবাসি। চিরদিন তোমার অস্ত্র তোমার বুলেট আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।’** নিয়ে লেখকের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রেহিতার মামলা সাজানোর চেষ্টা করছে সরকার।

সাগর বললো এটা আবার তেমন নতুন সংবাদ কি? সম্ভবত ৯৬ সালে রাজাকার মান্নানের পত্রিকা ইনকিলাবে ত্রিশলাখ শহীদের রক্তে অর্জিত জাতীয় সঙ্গীতের প্যারোডি প্রকাশ করার পরও রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা হয়নি। এ রকমের সংবাদতো এদেশে অহরহ ঘটছে। শুধু প্রগতিশীল লেখকদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রেহি মামলা হয়, অথচো দেশের বিভিন্ন স্থানে স্বাধীনতা বিরোধীরা স্বাধীন বাংলাদেশে পাকিস্তানের পতাকা তুললে কিংবা মাদ্রাসায় ‘পাকসার জমিন সাদবাদ’ পাকিস্তানে জাতীয় সঙ্গীত গাইলে কিংবা জাতির পিতা হিসেবে কায়েদে আজমের ছবি তুললেও রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা হয়না। এটাই আশ্চর্য অবাক-বিস্ময়ের ব্যাপার। পঁচাত্তরে বাংলার জনককে হত্যার পরইতো শুরু হয়েছিল স্বদেশে পাকিস্তানী দানবদের উত্তান। পতিত স্বৈরাচারী জিয়া-এরশাদ সরকাররা রাজাকার আলবদরকে পুনবাসিত করে প্রধানমন্ত্রী-মন্ত্রীসহ বড় বড় পদে বসিয়েছে। বছরের পর বছর স্বাধীনতা মুক্তিযুদ্ধর পক্ষের

লোকদের শৃঙ্খলবদ্ধ করে রাখা হয়েছে, বিরতীহীন হত্যা করা হচ্ছে স্বাধীনতা মুক্তিযুদ্ধের লোকদের। স্বাধীনতা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে বিকৃত করা হয়েছে। অগনিত মুক্তিযোদ্ধা সৈনিককে বিচারের নামে প্রহসন করে হত্যা করা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রশাসনসহ বড় বড় পদে রাজাকার আলবদর স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির লোকদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

নদী বললো, আমি যদি আজ তোমার মতো বিদেশ থাকতাম তা হলে কবি দাউদ হায়দারের মতো আমিও ইনকিলাব পত্রিকা সংগ্রহ করে টয়লেট পেপার হিসেবে ব্যবহার করতাম। নদীর এই কথাটি শুনে সাগর হেসে দেয়।

নদী বললো বাংলাদেশের বর্তমান প্রধান মন্ত্রী নিজেইতো প্রতিদিন স্বাধীনতা মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে প্যারেডি রচনা করে চলছেন। যেমন প্রধানমন্ত্রীর সুসন্তান ছাত্রদল ক্যাডার খুনের নেতা বলেছিল শেখ হাসিনাকে লাথি মেরে দেশ থেকে বিথারিত করবে, , চিলমারীর বাসন্তিকে জাল পরিয়ে ষড়যন্ত্রের রাজনীতি, ভাঙা ব্রিপকেস থেকে রাতারাতি মহা কোটিপতি, বিনা ভোটের নির্বাচন, খালেদা জিয়া বলেছেন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে দেশ ভারত হয়ে যাবে, মসজিদে আজানের ধ্বনি শোনা যাবে না উলু ধ্বনি শোনা যাবে। জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষক(!) স্বাধীনতা বিরোধী জামাত-শিবিরের রাজনৈতিক অধিকার, গোলাম আযমের বাংলাদেশে প্রবেশাধিকার ও নাগরিকত্ব, জাতীয়তাবাদী পুলিশ কতৃক শহীদ জননী জাহানারা ইমামের ওপর শারিরীক নির্যাতন ও শহীদ জননী পুলিশের হুলিয়া মাথায় রেখে ইহলোক ত্যাগ, জামাতকে নিয়ে সংসদ গঠন, বিএনপির আমলে দায়ের করা দুর্নীতি মামলার রায়ে এরশাদের কারাদন্ড হলেও খালেদা জিয়া কতৃক এরশাদের মুক্তি, প্রেসক্লাবের ভিতর প্রবেশ করে পুলিশের নির্মম নির্যাতন, সার সংকট নিয়ে ১৭ জন কৃষককে খুন, মাগুরা ও মোহাম্মদপুর উপ নির্বাচনে ভোট ডাকাতি, আওয়ামী লীগের অফিসে গিয়ে শেখ হাসিনাকে প্রাণ নাশের চেষ্টা, পুলিশ প্রশাসনসহ দেশের সর্বক্ষেত্রে বিএনপিও জামাত করা, খালেদা জিয়ার উক্তি হাসিনামুক্ত বাংলাদেশ, আরো একটি ১৫ আগষ্ট ঘটানোর হুমকি, পচাঁত্তরের খুনিদের আশ্রয় ও ভালো চাকুরী দিয়ে পুনবাসিত, অতি সম্প্রতি শেখ হাসিনাকে গ্রেনেড হামলা করে প্রাণনাশের চেষ্টা, প্রতিদিন মিথ্যা উশৃঙ্খল কথাবার্তা এ সবই তো এক একটা ঐতিহাসিক প্যারোডি।

নদী বললো, দেশে শুধু পতিতাদের সংবাদ বের হয়। ওরা জীবন ও জীবীকার তাগিদে স্বামীর হাত থেকে অথবা দারিদ্রতা থেকে বাঁচার জন্য এ পেশা গ্রহন করে সমাজ তা ঘৃণা করে অথচ তার চেয়েও বড় বড় বীভৎস পতিতা আজ সারা দেশে ধ্বংসের মুখে নিয়ে যাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধেতো কেউ প্রতিবাদ করছে না, যেমন রাজনৈতিক পতিতা হিসাবে গোলাম আযম, এরশাদ, মওদুদ, কাজী জাফর, ব্যাষ্টার হুদা, মান্নান ভুইয়াসহ অগনিত রয়েছে ঠিক তেমনিভাবে সাংবাদিক পতিতা হিসেবে শফিক রেহমান, গিয়াস কামাল জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবী পতিতা হিসাবে ফরহাদ মাজহার, আফতাব আহমদ, বদর উদ্দীন ওমর, এমাজ উদ্দীন আহমদরা কম কীসে। সাগর বললো তুমি ঠিকই বলেছো, ওরা যা লেখে তা পড়লে মনে হয় যেন ওরা সময়ের শ্রেষ্ঠ পতিতা। এসব লেখকরা ভালো চোখে কালো চশমা পড়ে তাদের লেখনিতে সাধারণ মানুষের মাঝে বিভ্রান্তি সৃষ্টিকরা মিথ্যা অদ্ভুত ইতিহাস সৃষ্টি করাই পেশা।

নদী বললো, শুনেছো সম্ভবত, রাজশাহী বিশ্ব বিদ্যালয়ে একের পর এক মেধাবী সৎ বিজ্ঞ শিক্ষকদেরে বড্ড অসময়ে হত্যা করছে বর্তমান খালেদা নিজামী সরকারের মন্ত্রীর আত্মীয়রা জামাত শিবিরের সহযোগিতায়। সারা বিশ্ব বিদ্যালয় এখন জামাতের অঙ্গ সংগঠন ছাত্র শিবির ক্যাডার নিয়ন্ত্রিত। সেখানে হত্যা, ধর্ষণ, মেধাবী ছাত্রের হাতে পায়ে রগকাটা ইসলামী ছাত্র শিবিরের নিত্যনৈমিত ঘটনা। যে বিশ্ববিদ্যালয়ে একই বিভাগের সৎ বিজ্ঞ সিনিয়র শিক্ষককে খুন করে আরেক শিক্ষক শধুই ক্ষমতায় আরোহন করার জন্যে এরচেয়ে বর্বরতা আর কি হতে পারে? কোথায় বিবেক আর কোথায় মনুষ্যত্ব!

প্লিজ নদী, এবার আমার কথা শোন, এতক্ষণতো তুমি শধু বলেই গেলে। ক্যানাডায় সম্প্রতি শেষ হলো জাতীয় সংসদ নির্বাচন। কী অদ্ভুত সুন্দর এবং গণতান্ত্রিক উপায়ে আর তা কি করে তোমাকে প্রকাশ করবো তা ভেবে পাচ্ছি না। বিগত সরকার দুর্নীতির দায়ে আদালতে অভিযুক্ত হবার পরপরই নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হলো। তিন মাসের ভিতর নির্বাচন হলো। গণ মানুষের নিরব ভোট বিপ্লবে হেরে গেলো দুর্নীতিবাজ সরকার। ক্যানাডার এই বিশাল নির্বাচনে ছিলো না কোনো বিশাল আয়োজন। এখানে এত বিশাল নির্বাচন ঘিরে ছিলো না প্রার্থীর কলরব, মাইকের বীভৎস শব্দে প্রার্থীর পক্ষে ভোট প্রার্থনা, ছিলোনা মিটিং মিছিল, দেয়ালে দেয়ালে ছিলো না পোষ্টার ব্যানারে সয়লাব, ছিলোনা ভোট নিয়ে হানাহানি-মারামারি, ছিলোনা বাংলাদেশের মতো ভোট জালিয়াতি-ভোট ডাকাতি, মিডিয়া ক্যু,। মনে হয় যেন ভোট এসে ছিলে নীরবে নিভৃতে চলে গেলোও একইভাবে শুধু ভোটারের নিজস্ব গোপন অভিমতে জিতে গেলো এক দল হেরে গেলো আরেক দল। কিন্তু তাতে কারো কোনো আপত্তি নেই। সব দল গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। সরকারী দল হেরে যাওয়ার পর পরই বিজয়ী দলকে অভিনন্দন জানিয়েছে।

নদী বললো ইদানীং কয়টি শব্দ বেশ প্রচলিত হচ্ছে আমাদের দেশের মাননীয় বিচারকদের মুখ থেকে 'বিব্রতবোধ', আর মাননীয় প্রধান মন্ত্রীসহ মন্ত্রীদের মুখে 'দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র' 'দেশের বিরুদ্ধে বিদেশে অপপ্রচার' দেশের ভাবমুর্তি'। দেশে যত বড় অঘটনই ঘটুক, মৌলবাদি আর জাতীয়তাবাদী বোমা আর গ্রেনেড সারাদেশ ধ্বংস হলেও তা হয়ে যায় ক্ষমতাসীনদের চোখে দেশের বিরুদ্ধে অপপ্রচার, দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ।

নদী বললো আজ অনেক আলাপ হয়েছে আর নয় ইস্ আমি যদি তারেক রহমানের মতো ভাঙ্গা ব্রিপকেস থেকে কোটিপতি হতে পারতাম তা হলে তোমার সঙ্গে আরো কতক্ষণ কথা বলতে পারতাম। আগামী সাপ্তাহে আবার হবে কথা। আমিহীন তুমি পরবাসে থাকো একা ভাবলে কষ্ট হয়। ভালো থেকো। সত্য ও সুন্দরের মুখোমুখি সংগ্রাম করে যাও।

মট্রিয়ল ১০.২.২০০৬
সদেরা সুজন ফ্রিল্যান্স সংবাদপত্র কর্মী, সম্পাদক দেশদিগন্ত।
deshdiganta@sympatico.ca